মীমাংসক সম্মত অর্থাপত্তি প্রমা ও প্রমাণ

মীমাংসক দার্শনিকগণ ন্যায় স্বীকৃত চারটি প্রমাণ(প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ) অতিরিক্ত অর্থপত্তি নামক একটি বিজাতীয় প্রমাণ তথা প্রমা স্বীকার করেন। আমরা এখন অর্থপত্তি প্রমাণ তথা প্রমার স্বরূপ জানার চেষ্টা করব।

অর্থের আপত্তি বা অসঙ্গতি হল অর্থাপত্তি। ‘অর্থাপত্তি’ শব্দের অন্তর্গত ‘অর্থ’ শব্দের অর্থ ‘বিষয়’ বা ‘বাস্তব বিষয়’, আর ‘আপত্তি’ শব্দের অর্থ ‘অসঙ্গতিজনিত কল্পনা’। কোনো বিষয়ের অসঙ্গতি ব্যাখ্যার জন্য অন্য কোনো বিষয়ের অথবা বাস্তব বিষয়ের কল্পনাই হল অর্থাপত্তি। কোনো বিষয় বা বাস্তব বিষয়ের মধ্যে আপাত অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেলে সেই অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করার জন্য যখন অন্য কোনো বিষয় কল্পনা করা হয়, তখন সেই বিষয় কল্পনাই হল অর্থাপত্তি। দৃষ্ট অথবা শ্রুত যে বিষয়টি উপপন্ন (ব্যাখ্যাত) হয় না, অসঙ্গতরূপে অনুভূত হওয়ায় উপপন্ন হয় না, সেই বিষয়টিকে বলে ‘উপপাদ্য’, আর যে বিষয়টির কল্পনা ব্যাতীত ঐ অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করা যায় না, তাকে বলে ‘উপপাদক’।

অর্থাপত্তির ‘করণ’ (প্রমাণ) হচ্ছে উপপাদ্যের জ্ঞান, আর ‘ফল’ (প্রমা) হচ্ছে উপপাদকের জ্ঞান। তাহলে ভিন্নভাবে বলা চলে, অন্য কোনোভাবে অর্থাৎ অন্য কোনো প্রমাণের দ্বারা যখন কোনো বিষয়ের উপপাদন(ব্যাখ্যা) সম্ভব হয় না, তখন সেই অসংগতি বা অনুপপত্তিকে ব্যাখ্যা করার জন্য যে উপপাদকের কল্পনা করা হয়, তাকেই বলে ‘অর্থাপত্তি’। অর্থপত্তির লক্ষণ প্রসঙ্গে মীমাংসকগণ বলেন, ‘উপপাদকজ্ঞানেন উপপাদ্যজ্ঞানম অর্থাপত্তিঃ’ অর্থাৎ অসঙ্গতিপূর্ণ উপপাদ্য জ্ঞানের জন্য উপপাদক বিষয়ের কল্পনাই হল অর্থাপত্তি।

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টিকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। ধরাযাক দেখা গেল বা শোনা গেল যে, ‘পীনঃ দেবদত্তঃ দিবা ন ভুঙতে’ অর্থাৎ ‘নিরোগ এবং স্থূলকায় (পীন) দেবদত্ত দিনে আহার করে না’। এখানে দৃষ্ট অথবা শ্রুত ‘পীনত্বের’ সঙ্গে ‘দিনে আহার না করা’ অর্থাৎ ‘উপবাসে থাকা’ অনুপন্ন বা অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় (উপবাসী থাকলে সাধারণত কেউ পীন হয় না), সেই অসঙ্গতি ব্যাখ্যার জন্য দেবদত্তের নৈশভোজন কল্পনা করতে হয়। ‘দৃষ্টে শ্রুতে বা পীনত্ব-অন্যথা-অনুপপত্ত্যা রাত্রিভোজনম-অর্থাপত্ত্যা কল্পতে’। এখানে ‘নৈশভোজন কল্পনাই হল অর্থাপত্তি অর্থাৎ অর্থাপত্তি প্রমা।

নৈশভোজন কল্পনারূপ অর্থাপত্তির সাহায্যেই দিনে উপবাসী দেবদত্তের পীনত্বের ব্যাখ্যা হয়। উপপাদ্যের জ্ঞান অর্থাৎ ‘দিনে উপবাসী দেবদত্তের পীনত্বের জ্ঞান’ অর্থাপত্তি প্রমাণ বা অর্থাপত্তির করণ এবং উপপাদকের জ্ঞান অর্থাৎ ‘নৈশভোজনের জ্ঞান’ হল প্রমা বা ফল। তবে উল্লেখযোগ্য যে, ব্যুৎপত্তিগতভেদে বা ক্ষেত্রভেদে ‘অর্থাপত্তি’ শব্দটির দ্বারা প্রমা(ফল) এবং প্রমাণ(করণ) উভয়কেই বোঝানো হয়। ‘অর্থাপত্তি’ শব্দটি যখন ফল বা প্রমাকে বোঝায়, তখন তার ব্যুথপত্তিগত অর্থ হয় ‘অর্থস্য আপত্তি’ - ‘অর্থের অর্থাৎ বিষয়ের কল্পনা’। পক্ষান্তরে, ‘অর্থাপত্তি’ বলতে যখন করণ বা প্রমাণকে বোঝায়, তখন তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হয় ‘অর্থস্য আপত্তিঃ যতঃ’ অর্থাৎ যার জন্য অর্থের আপত্তি বা কল্পনা হয়’।

অর্থাপত্তির প্রকারভেদ ঃ

অর্থাপত্তি সাধারণতঃ দুই প্রকার - ১) দৃষ্টার্থাপত্তি ও ২) শ্রুতার্থাপত্তি।

১) দৃষ্টার্থাপত্তি ঃ দৃষ্ট কোনো বিষয়ের অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করার জন্য যে কল্পনা করা হয় তা দৃষ্টার্থাপত্তি। উল্লিখিত উদাহরণের ক্ষেত্রে যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাই জানা যায় যে, দেবদত্ত পীনকায় এবং সে দিনে ভোজন করে না, তাহলে ঐ পীনত্বের ব্যাখ্যার জন্য যে নৈশভোজনের কল্পনা করা হয়, তাই হবে দৃষ্টার্থাপত্তির দৃষ্টান্ত।

২) শ্রুতার্থাপত্তি ঃ কুমারিল ভট্ট এই অর্থাপত্তি প্রসঙ্গে বলেন, অসম্পূর্ণ বাক্যের অন্বয় করার জন্য যখন শব্দের অধ্যাহার করতে হয়, তা শ্রুতার্থাপত্তি (‘যত্র তু অপরিপূর্ণস্য বাক্যস্য অন্বয় সিদ্ধয়ে। শব্দ অধ্যাহ্রিয়তে তত্র শ্রুতার্থাপত্তিঃ ইষ্যতে’।।) যেমন বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় কেউ বললেন, ‘দরজাটি’, ‘দরজাটি’। (শ্রোতা এই অসম্পূর্ণ বাক্য শুনে বুঝতে পারে যে, দরজাটি বন্ধ করতে হবে। ‘দরজাটি’ পদের পর ‘বন্ধ কর’ এই পদের কল্পনা করলে ‘দরজাটি বন্ধ কর’ - এরূপ বাক্য হয় এবং উক্ত বাক্যার্থও উপপন্ন হয়।

অর্থপত্তিকে একটি অতিরিক্ত প্রমাণ হিসাবে স্বীকারের স্বপক্ষে মীমাংসকদের যুক্তি ঃ

মীমাংসক ও অদ্বৈতবেদান্তী দার্শনিকগণ ন্যায়সম্মত চারটি প্রমাণ অতিরিক্ত অর্থপত্তি নামক একটি পঞ্চম প্রমাণ স্বীকার করেছেন। মীমাংসকদের মতে, ন্যায়সম্মত চারটি প্রমাণকে যথেষ্ট বলা যায় না, অর্থাপত্তি নামক একটি অতিরিক্ত বা বিজাতীয় প্রমাণ আছে। পীন দেবদত্ত দিবা ন ভুঙতে - এই জ্ঞান অর্থাপত্তি প্রমাণ ভিন্ন সম্ভব নয়। এ এক বিজাতীয় জ্ঞান বা প্রমা যা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান বা শব্দ প্রমাণ দ্বারা সম্ভব নয়। মীমাংসকগণ তাঁদের মতের সপক্ষে যে সকল যুক্তির অবতারণা করেছেন তা হল ঃ

প্রথমতঃ এপ্রকার প্রমা প্রত্যক্ষ প্রমাণজন্য হতে পারে না, যেহেতু দেবদত্তের নৈশভোজনের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হয় না। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষ না হলে প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মায় না। কাজেই দেবদত্তের নৈশভোজন সংক্রান্ত জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণ জন্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ এ প্রকার প্রমা অনুমান প্রমাণজন্য হতে পারে না, কেননা ব্যাপ্তবাক্যটি সুনিশ্চিত নয়। জ্ঞানটিকে অনুমান প্রমাণজন্য বলতে হলে সেই অনুমানের ব্যাপ্তবাক্যটি হবে - ‘যারা দিনে অভুক্ত থেকেও পীনতনু হয় তারা অবশ্যই নৈশভোজন করে’। কিন্তু এই ব্যাপ্তিবাক্যটিকে সত্যরূপে গণ্য করা চলে না, কেননা যোগশক্তি সম্পন্ন এমন কিছু ব্যক্তি থাকতে পারেন যাঁরা দিনে এবং রাতে অভুক্ত থেকেও তাঁদের পীনত্ব অক্ষুন্ন রাখতে পারেন। কাজেই অর্থাপত্তির ক্ষেত্রে উক্ত প্রকারে অন্বয়ব্যাপ্তি উল্লেখ করতে না পারার জন্য অর্থাপত্তিকে অনুমান প্রমাণরূপে গণ্য করা যাবে না।

তৃতীয়তঃ অর্থাপত্তি প্রমাণ উপমান প্রমাণ থেকেও স্বতন্ত্র। কারণ উপমানের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যজ্ঞান ও অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণের প্রয়োজন হয়। অর্থাপত্তির ক্ষেত্রে দুটি বৈশিষ্ট্যের - সাদৃশ্যজ্ঞান ও অতিদেশবাক্যার্থেরস্মরণের অভাব থাকার জন্য তাকে উপমান প্রমাণরূপেও গণ্য করা যাবে না।

চতুর্থতঃ অর্থাপত্তিকে শব্দ প্রমাণরূপেও গণ্য করা যাবে না। উপরোক্ত অর্থাপত্তির উদাহরণের ক্ষেত্রে 'পীনঃ দেবদত্তঃ দিবা ন ভুঙতে' - 'পীনকায় দেবদত্ত দিনে ভোজন করে না' এই বাক্যে নৈশভোজন বোধক শব্দ না থাকায় প্রমাটি শাব্দবোধকরূপেও গ্রাহ্য হতে পারে না। তাছাড়া বাক্যটি 'পীনঃ দেবদত্তঃ দিবা ন ভুঙতে' এই বক্যটি 'আপ্ত' বাক্য নাও হতে পারে।

কাজেই মীমাংসকদের সিদ্ধান্ত হল, অর্থাপত্তিকে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারটি প্রমাণ অতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র বা বিজাতীয় প্রমাণরূপে স্বীকার করতে হবে।

অর্থপত্তি সম্পর্কে ন্যায়মত ঃ

অন্নংভট্ট ন্যায়মত অনুসরণ করে মীমাংসকদের উপরোক্ত অভিমত অস্বীকার করে বলেন যে, অর্থাপত্তি কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়, অর্থাপত্তি অনুমান প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত। নৈশভোজন কল্পনারূপ প্রমা বিজাতীয় নয়, তা অনুমিতিস্বরূপ। অন্নংভট্ট দীপিকাতে অনুমানের আকারটিকে এভাবে বলেছেন - ‘দেবদত্তঃ রাত্রৌ ভুঙতে দিবা অভুঞ্জানত্বে সতি পীনত্বাৎ’ অর্থাৎ ‘দেবদত্ত দিনে অভুক্ত থাকে, রাতে ভোজন করে, সুতরাং দেবদত্ত পীনকায়’। অন্নংভট্ট মীমাংসকদের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে একথা স্বীকার করেন যে, অনুমানটির ক্ষেত্রে কোনো অন্বয় ব্যাপ্তির উল্লেখ করা যায় না।

তবে অন্নংভট্ট অন্বয় ব্যাপ্তির সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করলেও, মীমাংসকদের বিরুদ্ধাচারণ করে ব্যতিরেক ব্যাপ্তির সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করেননি। উপরোক্ত দেবদত্তের দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে - 'দেবদত্তঃ রাত্রৌ ভুঙতে, দিবা অভুজ্ঞানত্বে সতি পীনত্বাৎ ইতি অনুমানেন এব রাত্রি-ভোজনস্য সিদ্ধত্বাৎ', যার অর্থ হল 'দিনে অভুক্ত থেকে যখন দেবদত্ত পীনতনু, তখন অবশ্যই সে রাতে ভোজন করে'। এই অনুমানের ক্ষেত্রে - অনুমানটির সপক্ষে অন্বয় ব্যাপ্তির উল্লেখ করা না গেলেও ব্যতিরেক ব্যাপ্তির উল্লেখ করে অনুমানটিকে এভাবে সাজানো যায় - 'যারা রাত্রিকালে ভোজন করে না তারা দিনে ভোজন না করলে পীনকায় হয় না, যেমন যজ্ঞদত্ত,

দেবদত্ত তেমন নয়, অর্থাৎ দেবদত্ত দিনে অভুক্ত থেকেও পীনতনু,

অতএব, দেবদত্ত তেমন নয়, অর্থাৎ দেবদত্ত রাত্রিকালে ভোজন করে'।

কাজেই ন্যায়মতে (যা নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্টের অভিমত), দেবদত্তের নৈশভোজনকল্পনারূপ জ্ঞান(প্রমা) অনুমান প্রমাণের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে।, অর্থাপত্তিরূপ স্বতন্ত্র প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। অর্থাপত্তি স্বতন্ত্র কোনো প্রমাণ নয়, তা অনুমান প্রমাণেরই একটি প্রকারভেদমাত্র।

তবে অর্থাপত্তি স্বতন্ত্র প্রমাণ অথবা অনুমান প্রমাণের অন্তর্গত - এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মীমাংসক ও নৈয়ায়িকদের যে বিতর্ক তার সঠিক নিষ্পত্তি সম্ভব নয়, কেননা ব্যতিরেক ব্যাপ্তির সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেন। কারণ সিদ্ধ পুরুষের কাছে দিনে-রাতে উপবাসী থেকেও পীনত্ব অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হতে পারে)। ব্যতিরেক ব্যাপ্তি প্রমাণিত হলে ন্যায়মত অনুসরণ করে অর্থাপত্তিকে অনুমান প্রমাণের অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য করা যাবে; আর ব্যতিরেক ব্যাপ্তি অপ্রমাণিত হলে মীমাংসক মত অনুসরণ করে অর্থাপত্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে গণ্য করা যাবে। ‘ব্যতিরেক ব্যাপ্তি প্রমাণসিদ্ধ কিনা এই বিতর্কের নিষ্পত্তি এ যাবৎ হয়নি। আর তাই ন্যায়-মীমাংসক এই প্রসঙ্গিত কলহ অদ্যাবধি অব্যাহত আছে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ